৫

দলীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা

৮—১১ জানুয়ারী, ১৯৯১
পটুয়াখালী

দলীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা

৮–১১ জানুয়ারী, ১৯৯১
পটুয়াখালী

দিন–১

সময়ঃ

০৯০০–১০০০	ঘন্টা	ঃ	পরিচিতি ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১০০০–১০৩০	"	ঃ	প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা
১০৪৫–১২০০	"	ঃ	ঋণের প্রয়োজনীয়তা
১২০০–১৩৩০	"	ঃ	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা
১৪৩০–১৫৩০	"	ঃ	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাব (কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি)
১৫৩০–১৭৩০	"	ঃ	ঋণ পরিচালনা পদ্ধতি
১৭৩০–১৮০০	"	ঃ	প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা

দিন–২

সময়ঃ

০৯০০–১০০০	ঘন্টা	ঃ	ঋণ আদায়
১০০০–১১০০	"	ঃ	ঋণ কার্ড ও ঋণের সুদ হিসাব পদ্ধতি
১১১৫–১১৪৫	"	ঃ	ঋণ আদায় খাতা
১১৪৫–১৩১৫	"	ঃ	টাকা হস্তান্তরকরণ পদ্ধতি
১৪১৫–১৬০০	"	ঃ	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া
১৬৩০–১৭০০	"	ঃ	গ্যারান্টী বন্ড ও ঋণ–গ্রহীতা যাচাই প্রক্রিয়া
১৭০০–১৮০০	"	ঃ	দলীয় হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি

দিন–৩

সময়ঃ

০৯০০–১০৪৫	ঘন্টা	ঃ	পুঁজি গঠনে সঞ্চয় ও ঋণের সম্পর্ক
১১০০–১৩০০	"	ঃ	ঋণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান পদ্ধতি
১৪০০–১৮০০	"	ঃ	প্রকল্পওয়ারী কর্ম–পরিকল্পনা প্রণয়ন অনুশীলন

দিন–৪

সময়ঃ

০৯০০–১০৪৫	ঘন্টা	ঃ	কর্ম–পরিকল্পনা উপস্থাপনা
১১০০–১৩০০	"	ঃ	প্রকল্প বাজেট বিশ্লেষণ
১৪৩০–১৫৩০	"	ঃ	প্রকল্প বাজেট বিশ্লেষণ
১৫৪৫–১৭০০	"	ঃ	প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
১৭০০–১৮০০	"	ঃ	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপ্তি

অধিবেশন ১ঃ প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ

পটুয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব এস এম ইছাহাক ভূঁইয়া এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর গুরুত্ব উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের সমক্ষে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের স্বল্পতার জন্য দরিদ্র জেলেদেরকে ঋণ পাওয়ার জন্য মহাজনের দারস্থ হতে হয়। ফলে তাদেরকে ঐতিহ্যগত শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ ঋণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদেরকে ঐতিহ্যগত শোষণ প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি সকল প্রশিক্ষণার্থীকে স্বাগত জানিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন।

বি, ও, বি, পি–এর প্রতিনিধি মিঃ আর. এন. রায় উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, বিগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলির আলোকে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের সংগঠিত দলের জন্য কিছু প্রকল্প তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মনে করেন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সার্থকতার আলোকে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের প্রণীত প্রকল্পগুলিকে বাস্তবে রূপদান করতে সক্ষম হবেন। মিঃ রায় প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রণীত ও বি ও বি পি'র নিকট পেশকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে পূর্ণরায় তুলে ধরেন এবং এসমস্ত প্রকল্প প্রস্তাবনার আলোকে পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার পরামর্শ দেন।

মিঃ রায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদেরকে কর্ম–পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ের কথা বিবেচনা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেনঃ

১. জানুয়ারী থেকে জুন'৯১ ইং পর্যন্ত উপজেলাভিত্তিক ষান্মাসিক পূর্ণাঙ্গ কর্ম–পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
২. প্রকল্পভিত্তিক কর্ম–পরিকল্পনা
৩. প্রকল্প বাজেট
৪. প্রকল্পভিত্তিক "ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল সূচী" প্রণয়ন করা

অধিবেশন ২ঃ প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা

সময়ঃ ৩০মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ প্রত্যাশাগুলি বের করা হয়ঃ

১. ইতিপূর্বে পেশকৃত প্রকল্পে বর্ণিত দল পরিবর্তন করে অন্যদল কর্তৃক উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে কি–না
২. নির্দিষ্ট দলের জন্য প্রণীত প্রকল্পে সদস্য/সদস্যা পরিবর্তন করা যাবে কি না
৩. দলের আকার ছোট বা বড় করা যাবে কি–না
৪. ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দল ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হবে
৫. ঋণ ব্যবস্থাপনায় কি কি প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে
৬. ঋণ প্রদানের শর্তাবলী
৭. ঋণ কর্মসূচী বাস্তাবায়নে ঝুঁকিসমূহ
৮. ভাল ঋণ-গ্রহীতা বাছাইয়ের মাপকাঠিসমূহ
৯. ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কি কি প্রশাসনিক সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে
১০. কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে কোন কর্মীকে বদলী করা হলে কোন বিঘ্ন ঘটবে কি–না
১১. দলীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে মৎস্য সার্ভে অফিসার কি কি ধরনের সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

অধিবেশন ৩ঃ ঋণের প্রয়োজনীয়তা

সময়ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ

দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে ঋণের নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত করা হয়ঃ

১. ঋণের মাধ্যমে গরীব জেলেদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা

২. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান ও ব্যবহারের মাধ্যমে জেলেদেরকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা

৩. উপকূলীয় গরীব জেলেদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা

৪. ঋণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে সহায়তা করা

এ প্রসংগে বি. ও বি. পি'র প্রতিনিধি মিঃ রায় বলেন যে, দরিদ্র জেলেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী টাকার প্রয়োজন। এবং এই ঋণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জেলেদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অধিবেশন ৪ঃ ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ

বিষয়টির উপর দলীয় আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল-এর নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন করেন

উদ্দেশ্য

১. জেলেদেরকে পর্যায়ক্রমে এই তহবিল থেকে তাদের আর্থিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা

২. পদ্ধতিগত অসুবিধা দূর করে স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ পরিচালনার জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করা

৩. জেলেদের প্রয়োজনভিত্তিক লাগসই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ ব্যবস্থাপনার সহজ পদ্ধতি গড়ে তোলা

নীতিমালা

১. শুধুমাত্র নিশ্চিত লাভজনক প্রকল্পে এই তহবিল থেকে ঋণ দেয়া যাবে

২. ঋণের সুদ-আসলসহ সমুদয় টাকা অবশ্যই আদায় করে এই ফান্ডে জমা করতে হবে। কোন ক্রমেই ঋণের কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হতে পারবে না

৩. পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মৎস্যজীবি দলকে এই তহবিল থেকে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা, কোনক্রমেই তহবিলের অর্থ অব্যবহৃত রাখা যাবে না

৪. প্রাকৃতিক কারণে কোন প্রকল্পে আর্থিক ক্ষতি হলেও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে কিস্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে

৫. ঋণ পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত ১২% সুদ অর্থ বৎসর শেষে দলীয় তহবিলে ফেরত দেয়া হবে তবে উক্ত দলের ঋণ-গ্রহীতাগণকে চুক্তি মোতাবেক ঋণের সকল কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যেঃ

- ঋণের টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল থেকে সরাসরি দলের "ব্যাংক হিসাবে" স্থানান্তর করা হবে
- সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে উক্ত টাকা স্থানান্তর বিষয় চিঠির মাধ্যমে জানানো হবে
- কোন দল স্কীমের সমুদয় অর্থ সুদসহ ফেরত প্রদান করলে পুনরায় ঐ দলকে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও বি. ও. বি. পি'র প্রতিনিধির অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ অনুমোদন করা যাবে।

অধিবেশন ৫ঃ ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাব (কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি)

সময় ঃ ১ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ

উক্ত বিষয়ের আলোকে দলীয় আলোচনায় নিম্নলিখিত পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়ঃ

১. প্রকল্প এলাকাস্থ পটুয়াখালী জেলায় জেলা সদর কৃষি ব্যাংকে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাব (Revolving Loan Fund) খোলা হবে

২. পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও বি. ও. বি. পি'র প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৩ সদস্য-বিশিষ্ট হিসাব পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে

৩. বি. ও. বি. পি'র প্রতিনিধির স্বাক্ষরসহ অন্য যে কোন একজন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সীলমোহরকৃত যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে

৪. বি. ও. বি. পি বা মৎস্য অধিদপ্তর উক্ত হিসাবে যাবতীয় তহবিল সরবরাহ করবেন

৫. দলের নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা ঋণ কার্যক্রমের নগদ টাকার প্রবাহ চার্ট (Cash flow chart) অনুযায়ী হিসাব থেকে সরাসরি দলের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হবে

৬. দলের পরিচালনা কমিটি রেজুলেশন-এর মাধ্যমে উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে প্রকল্প অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করবেন

   উক্ত রেজুলেশনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সীলমোহরকৃত প্রতিস্বাক্ষর থাকবে। উক্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীলসহ প্রতিস্বাক্ষর করবেন। উক্ত রেজুলেশনের সাথে টাকার অংক লিখাসহ প্রদানকৃত চেকে ব্যাংক স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ২ জনের স্বাক্ষর থাকবে এবং রেজুলেশন গ্রহণের সভায় সদস্যদের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে

৭. ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণের আসল ও সুদ আদায় করে দলের "ব্যাংক হিসাবে" জমা করা হবে। উক্ত হিসাব থেকে ঋণ পরিশোধ-সূচী অনুযায়ী চেকের মাধ্যমে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ করা হবে

৮. হিসাবে জমাকৃত সুদের টাকা অর্থ বৎসর শেষে অর্জিত সুদসহ দলের ব্যাংক হিসাবে দলীয় সঞ্চয় খাতে প্রদান করা হবে

অধিবেশন ৬ঃ ঋণ পরিচালনা পদ্ধতি

সময় ঃ ২ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ঋণ প্রদানের নীতিমালাগুলো গৃহীত হয়ঃ

১. ঋণ নিজেই নিজের দায় পরিশোধে সক্ষম হবে। এমনভাবে ঋণ প্রদান করতে হবে যে, ঋণের টাকা ব্যবহার করে অর্জিত মুনাফা থেকেই ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ করতে পারে

২. এক স্কীমের টাকা অন্য স্কীমে ব্যবহার করা যাবে না

৩. যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (দরিদ্র জেলেদেরকে) নিয়ে কাজ করাই উদ্দেশ্য সেহেতু ঋণ বিতরণের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ঋণের কারণে সে নিঃস্ব হয়ে না পড়ে

৪. গরীব লোকের জমি ও সম্পদ হস্তগত করার জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে না

৫. বিবাহ, খাওয়া-পরা, মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠানাদির খরচের জন্য ঋণ দেয়া যাবে না

৬. নৈতিকতা বিরোধী কোন কর্মকান্ডের জন্য ঋণ দেয়া যাবে না

৭. উন্নয়ন, উৎপাদান ও কর্মসংস্থানের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে

ঋণের প্রকারভেদ

সময়ের দিক বিবেচনা করে ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

১. স্বল্প মেয়াদী ঋণঃ মেয়াদ ১২ মাস বা ১ বৎসর পর্যন্ত
২. মধ্যম মেয়াদী ঋণঃ ১৩ মাস থেকে ৩৬ মাস পর্যন্ত
৩. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণঃ ৩৭ মাস বা তদূর্ধ সময়ের জন্য দেয়া সমস্ত ঋণ এ শ্রেণীভুক্ত
   ঋণের মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্প ২ রকম। যেমন–

১. ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প
২. যৌথ প্রকল্প

ঋণ প্রদানের শর্তাবলী

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্তাবলী গৃহীত হয়ঃ

১. নিয়মিতভাবে সমিতির সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে
২. সাপ্তাহিক সভায় ৯০% সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে
৩. সমিতির ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে
৪. সমিতির পরিচালনা কমিটি থাকবে
৫. ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় তহবিল থাকবে
৬. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যকে সমিতির সাপ্তাহিক সভাগুলিতে কমপক্ষে $\frac{২}{৩}$ অংশ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে
৭. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যকে সমিতির অনুষ্ঠিত $\frac{২}{৩}$ অংশ সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে হবে
৮. এমন কোন সদস্যকে ঋণ দেয়া যাবে না যে অন্য কোন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে ঠিকমত পরিশোধ করছে না
৯. ব্যক্তিগত বা যৌথ যে কোন প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের জন্য একজন সদস্যের আবেদনকৃত প্রথম ঋণের জন্য ৩% সঞ্চয় তহবিলে জমা থাকতে হবে
   এভাবে প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রেই ৩% হিসাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে
১০. একজন সদস্যকে একই সাথে একটির বেশী ঋণ দেয়া যাবে না
১১. ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্তের জন্য সমিতির ৯০% সদস্যের উপস্থিতিতে $\frac{৩}{৪}$ ভাগের সম্মতিক্রমে ঋণ গ্রহণের রেজুলেশন করতে হবে
১২. সমিতির কোন সদস্য অন্য কোন সংগঠনে যোগদান করলে তাকে ঋণ দেয়া যাবে না

ঋণ প্রদানের পদ্ধতি

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ঋণ প্রদানের পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়ঃ

১. ঋণ মঞ্জুরীর পর পরই সমিতির পক্ষে পরিচালনা কমিটি চুক্তিনামা সই করবেন এবং ঋণের গ্যারান্টার হবেন
২. ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা একটি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বন্ড নামে চুক্তিপত্র করে ঐ বন্ডের উপর ১০ টাকার নন-জুডিশিয়েল ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে সই করবেন
৩. ঋণ গ্রহীতারা ঋণ গ্রহণের পূর্বেই ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বন্ডে সই করবেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে ঋণের টাকা গ্রহণ ও ঋণের টাকা সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন
৪. যে সমস্ত ঋণের বিপরীতে কোন সম্পদ থাকবে যেমন–জাল, নৌকা, পুকুর বা নদী–লীজ ইত্যাদি ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পদ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট বন্দুক থাকবে
৫. সকল ঋণ পরিচালনা–কমিটির উপস্থিতিতে ঋণ গ্রহীতার মধ্যে বিতরণ করতে হবে ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
৬. কোনক্রমেই একজনের নামে অনুমোদনকৃত ঋণ অন্য সদস্যকে দেয়া যাবে না
৭. একজন ঋণ–গ্রহীতার নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের বেশী বা কম টাকা বিতরণ করা যাবে না। যদি সংগত কারণেই একজনের মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেয়ে কম টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করে অপ্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা আদায় করে নিতে হবে
৮. প্রত্যেক ঋণ–গ্রহীতার একটি করে ঋণ কার্ড থাকতে হবে

অধিবেশন ৭ঃ প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা

সময়ঃ ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ

অদ্যকার প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আহবান করা হয়। তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, অদ্যকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশিক্ষণ ক্লাশ ছিল প্রাণবন্ত। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সহজে বোধগম্য হয়েছে বলে সকলে মত প্রকাশ করেন। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনাও ছিল ভাল। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অদ্যকার প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অধিবেশন ৮ঃ ঋণ আদায়

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়াঃ

উক্ত বিষয় নিয়ে ঋণ আদায়ের পদ্ধতি শীর্ষক হ্যান্ড-আউটে প্রদানকৃত আলোচ্য সূচীর উপর দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। হ্যান্ড-আউটে ৮টি পয়েন্ট এক এক জন প্রশিক্ষণার্থী পড়েন ও সবাই মিলে বিশদ আলোচনা করেন। আলোচনার ভিত্তিতে ৭ নং পয়েন্ট-এ "সকল প্রকার ঋণ চেকের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরকে পরিশোধ করতে হবে" এরস্থলে "সকল প্রকার ঋণ চেকের মাধ্যমে আর. এল. এফ একাউন্টে জমা দিতে হবে" এই সংশোধনী গৃহীত হয়।

এরপর সাপ্তাহিক কিস্তিতে "ঋণ আদায় হবে কিনা" -দলীয়ভাবে এ বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, দলীয় সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে ঋণ আদায়ের কিস্তি "সাপ্তাহিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক কিংবা মেয়াদ অন্তে" কোন্‌টি হবে তা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিবেশন ৯ঃ ঋণ কার্ড ও ঋণের সুদ হিসাব পদ্ধতি

সময় ঃ ১ঘন্টা।

প্রক্রিয়াঃ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঋণ-গ্রহীতাদের জন্য ঋণ কার্ডের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং ঋণ কার্ডের নিম্নবর্ণিত নমুনা প্রণীত হয়ঃ

ঋণকার্ড

দলের নাম ঃ
প্রকল্পের নাম ঃ
ঋণ গ্রহণের তারিখ ঃ
ঋণের মেয়াদ ঃ

ঋণের পরিমাণঃ
সুদসহ দেয় টাকার পরিমাণঃ

তারিখ	আগের পরিশোধ	আজকের পরিশোধ	এই পর্যন্ত মোট পরিশোধ	পরিশোধের বাকী	কর্মকর্তার স্বাক্ষর

এরপর দলীয়ভাবে প্রশিক্ষণার্থীগণ ঋণের সুদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সুদ-কষা পদ্ধতি বোর্ডে সকলের অবগতির জন্য প্রশিক্ষক দেখান।

অধিবেশন ১০ঃ ঋণ আদায় খাতা

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ
বিষয়বস্তুর উপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে হ্যান্ডআউটে প্রদত্ত ঋণ আদায় খাতার নমুনা উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের সকলের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। উক্ত খাতায় প্রদত্ত ঘরগুলি কিভাবে পূরণ করা হবে তাও বোর্ডে দেখানো হয়।

অধিবেশন ১১ঃ টাকা স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি (Money Transfer Procedure)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ
উক্ত বিষয়টি আলোচনার ১ম পর্বে দলীয়ভিত্তিতে হ্যান্ড-আউটের সাথে প্রদত্ত "নগদ টাকার প্রবাহ চার্ট" (Cash flow chart) Kনয়ে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। হ্যান্ড-আউট-এ নগদ টাকার প্রবাহ চার্ট ৬ (ছয়) মাসের জন্য দেখানো হয়েছে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চার্টটি ৬ মাসের জন্য তৈরী না করে প্রকল্পের মেয়াদ অনুযায়ী তৈরী করার সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচনার ২য় পর্বে বি. ও. বি. পি'র মিঃ রথীন রায় টাকা স্থানান্তর করার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মিঃ রায় উল্লেখ করেন যে, ঘূর্ণায়মান ঋণ হিসাবে ঐ ধরণের টাকা রাখা হবে যে টাকা উক্ত হিসাবে ফেরত আসবে। যে টাকা উক্ত হিসাবে ফিরে আসবে তা R L F Account থেকে সরাসরি উপজেলাস্থ দলের নিজ নিজ "ব্যাংক হিসাবে" স্থানান্তর করা হবে। দল থেকে সেই টাকা সুদসহ আদায় হয়ে আবার RLF Account)-এ ফিরে আসবে। যে টাকা ফিরে আসবে না (Irrecoverable money) তা প্রকল্প একাউন্ট থেকে সরাসরি উপজেলাস্থ মৎস্য কর্মকর্তার নিকট পাঠানো হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত টাকার খরচের হিসাব সরাসরি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

অধিবেশন ১২ঃ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদন

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ
বিষয়বস্তুর উপর প্রদত্ত হ্যান্ড-আউটটি গৃহীত হয়। আলোচনার প্ররিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাইরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়, যেমনঃ
১. উক্ত প্রকল্পে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে কি না
২. দক্ষ শ্রমশক্তি আছে কি-না
৩. উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের সুবিধা আছে কি-না

অধিবেশন ১৩ঃ গ্যারান্টি-বন্ড ও ঋণ-গ্রহীতা যাচাই প্রক্রিয়া

সময়ঃ ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়াঃ
হ্যান্ড-আউটে প্রদত্ত গ্যারান্টি বন্ড ও ঋণ-গ্রহীতা যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে দলীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অধিবেশন ১৪ঃ দলীয় হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি

সময়ঃ ১ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ
নগদান বহি ও খতিয়ান বহির নমুনা ও উদাহরণ প্রশিক্ষণার্থীদের সমক্ষে বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিসাব বই পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ প্রদান করেন।
দলীয় মতামতের ভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত খাতাপত্র রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়, যেমনঃ

১. সঞ্চয় খাতা
২. নগদ হিসাব খাতা
৩. ঋণ আদায় খাতা

এই খাতাগুলির নমুনা হ্যান্ড-আউটে দেয়া হয়েছে।
অতঃপর বি. ও বি. পি'র মিঃ রথীন রায় ১ম দিনের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেন এবং বিভিন্ন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক ইতিপূর্বে পেশকৃত প্রকল্পসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ঐ দিনের রাতের কাজ প্রদান করেনঃ

১. জানুযারী থেকে জুন '৯১ ইং পর্যন্ত সময় উপজেলাভিত্তিক ষান্মাসিক পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা
২. বিস্তারিত প্রকল্প কর্ম-পরিকল্পনা
৩. প্রকল্প বাজেট এবং
৪. প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাব থেকে তহবিল প্রাপ্তিসূচী

এরপর দিনের আলোচ্যসূচীর উপর পর্যালোচনা করা হয় এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঐ দিনের মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শেষ করা হয়।

অধিবেশন ১৫ঃ পুঁজি গঠনে সঞ্চয় ও ঋণের সম্পর্ক

সময় ঃ ২ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ
উক্ত বিষয়বস্তুর উপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী চিহ্নিত করা হয়ঃ

সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য

১. আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ানো
২. বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
৩. নুতন প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা
৫. জীবনের নিরাপত্তা রাখার ঝুঁকি নেওয়া
৬. স্বনির্ভরতা অর্জন ও স্বাবলম্বী হওয়া
৭. পুঁজি সৃষ্টি করা ও উৎপাদন বাড়ানো
৮. মহাজনী ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া
৯. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা
১০. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা
১১. সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করা

ঋণের উদ্দেশ্য

১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা
২. উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা
৩. আয় বৃদ্ধি করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
৪. মহাজনী ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া

৫. আত্মনির্ভরশীল মনোভাব সৃষ্টি করা
৬. স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা
৭. সৃজনশীল দক্ষতার বিকাশ সাধন করা
৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা
৯. সাংগঠনিক একতা ও ঐক্য বৃদ্ধি করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সঞ্চয় ও ঋণের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সঞ্চয় ও ঋণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ "উপকূলীয় দরিদ্র জেলেদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও পুঁজি গঠন করে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।"

অধিবেশন ১৬ঃ ঋণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান পদ্ধতি

সময় ঃ ২ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ

উপরোক্ত বিষয়ে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম ও তত্ত্বাবধান পদ্ধতির নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ নির্ধারণ করা হয়ঃ

১. নির্ধারিত প্রকল্পে ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা যাচাই করে দেখা
২. যথাসময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি যাচাই করা
৩. ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষিত উৎপাদন অর্জিত হচ্ছে কি না যাচাই করা
৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কোন ত্রুটি আছে কিনা
৫. প্রকল্পে ব্যবহৃত উপকরণাদি যথাযথ সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না
৬. হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা
৭. আর্থিক লেন-দেন এর নিয়মাবলী যথাযথ পালন করা হচ্ছে কিনা
৮. ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করা হচ্ছে কি না
৯. সমিতির মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত তৈরী করা হচ্ছে কি না

আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি সমিতিতে একটি করে পরিদর্শন বই থাকবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করে উক্ত বইয়ে তার অভিমত, পরামর্শ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করবেন।

অধিবেশন ১৭ঃ প্রকল্পওয়ারী কর্ম-পরিকল্পনা তৈরীকরণ

সময়ঃ ৪ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ

বি. ও বি পি'র প্রতিনিধি মিঃ রায় নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির উপর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিকেলের অধিবেশনে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করতে বলেনঃ

প্রকল্পের নাম	উপজেলার নাম
১. মাছ চাষ	পটুয়াখালী সদর, বামনা, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, বরগুনা সদর, কোডেক
২. স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি	মির্জাগঞ্জ, পাথরঘাটা, বামনা, বেতাগী
৩. মাছধরা-পরবর্তী প্রকল্পসমূহ	বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমিতি, পটুয়াখালী সদর
৪. জাল ও নৌকা মেরামত প্রকল্প	কলাপাড়া
৫. গাছ লাগানো	দশমিনা, আমতলী
৬. মোরগ-মুরগী পালন	বাউফল, আমতলী

এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরীর কাজ অনুশীলন করেন। এই অনুশীলন প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণার্থীগণ রাতেও অব্যাহত রাখেন।

অধিবেশন ১৮ঃ কর্ম–পরিকল্পনা উপস্থাপনা

সময় ঃ ১ ঘন্টা২৫মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ
বিগত দিনে প্রস্তুতকৃত ষান্মাসিক কর্ম–পরিকল্পনা নিয়ে বড় দলে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ একে একে তাদের তৈরী কর্ম–পরিকল্পনা পড়ে শোনান এবং যুক্তি–তর্কের ভিত্তিতে বড় দলে আলোচনা করে সমগ্র পরিকল্পনাটি গ্যান্ট চার্টে প্রতিফলিত করে অফিসে টানিয়ে রাখার জন্য দলীয় মতামত পেশ করা হয়।

অধিবেশন ১৯ঃ প্রকল্প বাজেট বিশ্লেষণ

সময়ঃ ২ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ
সকল প্রকল্পের বাজেট একটি একটি করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই অধিবেশনের শুরুতেই প্রণয়নকৃত বাজেটে প্রকল্প পরিচালনা খাত থেকে যে সমস্ত টাকা আদায়যোগ্য নয় সেগুলি অর্থাৎ "আদায়যোগ্য নহে" খাতে দেখাতে বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত খাতগুলি উল্লেখ করা হয়ঃ

- যাতায়ত ব্যয়
- শিক্ষা সফর ব্যয়
- প্রশিক্ষণ ব্যয়

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা হয়, যে সমস্ত কর্মকর্তা মোটর সাইকেল ব্যবহার করবেন তাদেরকে অবশ্যই মোটর সাইকেলের লগবুক রাখতে হবে এবং একই সাথে ডায়েরীতে গন্তব্যস্থল ও কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। বড় দলীয় এই সমাবেশে সকলের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও বিয়োজন করে উক্ত প্রকল্প বাজেটগুলি গৃহীত হয়।

অধিবেশন ২০ঃ প্রকল্প বাজেট বিশ্লেষণ

সময়ঃ ১ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ
এই অধিবেশনে বিশেষ করে বৃক্ষরোপন প্রকল্পের উপর তাত্ত্বিক ও বাজেট বিশ্লেষণ আলোচনা গুরুত্ব পায়। সর্বদলীয় মতামতের ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্পের উপর প্রণীত বাজেটের কিছুটা রদবদল করে পুনরায় তৈরী করে পেশ করায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের অধিনে দলীয় মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বৃক্ষ–রাজি রোপনের সিদ্ধান্ত হয়ঃ

১. নারিকেল
২. সুপারি
৩. মেহগনি
৪. কড়াই
৫. রেন–ট্রী

অধিবেশন–২১ঃ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সময় ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ
এই অধিবেশনে পটুয়াখালী ও বরগুনা মৎস্য সার্ভে কর্মকর্তাদের বি. ও. বি. পি প্রকল্পে কি কি কাজ থাকতে পারে সে বিষয়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের সমক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
তাদেরকে স্ব–স্ব জেলার দলীয় প্রকল্প কর্মসূচী মনিটরিং–এর দায়িত্বে ন্যস্ত করার প্রস্তাব উথাপিত হয়। একই সাথে সার্ভে কর্মকর্তাগণের উপর সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বেরও বিশ্লেষণ করা হয়। এ ব্যাপারে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা মৎস্য

কর্মকর্তাদ্বয়ের মতামত চাওয়া হলে তারা মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালকের সাথে পরামর্শ করার জন্য বি ও বি পি'র প্রতিনিধিদ্বয়কে অনুরোধ করেন।

এরপর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার আনুষংগিক তহবিল (কন্টিনজেন্সি ফান্ড) নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বলা হয় যে, উপজেলার আনুষংগিক তহবিল দুইভাবে বিভক্ত থাকবেঃ

১. যাতায়াত খাত

২. শিক্ষা সফর

উপরোক্ত দুই খাতে প্রদেয় তহবিলের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে জানানো হবে।

মনোহারী খাতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ১ম ৩ মাসের জন্য একটা আনুমানিক টাকা ধার্য করা হবে। উক্ত ৩ মাসের প্রকৃত খরচের সাথে সমন্বয় করে পরবর্তীতে তহবিল নির্ধারণ করা হবে।

অধিবেশন ২২ঃ কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপ্তি

সময় ঃ ১ঘন্টা।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রধান প্রশিক্ষক মিঃ শহীদ হোসেন তালুকদার অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যেঃ

- প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা যাথাযথ পূরণ হয়েছে কিনা
- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কেমন ছিল
- পদ্ধতি কেমন ছিল এবং
- ব্যবস্থাপনা কিরূপ ছিল

সকল প্রশিক্ষণার্থী সমস্বরে জবাব দেন যে, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যথাযথ পূরণ হয়েছে, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু খুবই প্রাসংগিক ছিল। প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক ছিল এবং ব্যবস্থাপনা খুবই ভাল ছিল।

বি. ও. বি. পি'র মিঃ রথীন রায় এই সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণার্থী দলের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তারই সারমর্মটুকু প্রশিক্ষণার্থীদের সমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করে বলেন যে, এই দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা লাভের পর অনেক দেশই উন্নতি করেছে। বাংলাদেশেও উন্নতি করার জন্য যথেষ্ট জন-সামর্থ্য ও সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই এই শক্তিকেই আজ কাজে লাগানোর সময় এসেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এ দেশের মানুষ জন-জাগরণের মাধ্যমে সময়ে সময়ে যে পরিবর্তন এনেছে, তাতে গোটা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুতরাং তিনি মনে করেন আগামী ২/১ মাসের মধ্যে অত্র পটুয়াখালী-বরগুনায় বি. ও বি. পি'র যে কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে তাও সফলতা লাভ করবে।

সমাপনী ভাষণে পটুয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ৪ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা সফল হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সরকারী কাজের নিয়ম-কানুনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রশিক্ষক দল ঃ

১. শহীদ হোসেন তালুকদার

২. গুনেন্দু কুমার রায়
বি. ও. বি. পি পর্যবেক্ষক

৩. রথীন্দ্র নাথ রায়

৪. আবুল কাশেম

৫. এনামেরী-হাগল্যান্ড

৬. আব্দুর রাজ্জাক